জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪১শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৩০শে কার্ত্তিক বুধবার ১৩৬৭ ইংরাজী 16th Nov. 1960 { ২৬শ সংখ্যা

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

রূপে লাবণ্যে ও নিপুণতা আনবে।

প্রস্তুতকারক :
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩০শে কার্ত্তিক বুধবার সন ১৩৬৭ সাল।

"বঙ্গ-মাতার অদৃষ্ট ! বাহবা !"

—০—

ভাঙা কপাল কেবল ভাঙে,
এই তো ভাগ্যের প্রহসন !
জ্বল্‌লে আগুন, দ্বিগুণ জ্বালে,
গুণমণি প্রভঞ্জন !
ছেলের মত ছেলে যারা,
হঠাৎ চলে যাচ্ছে তারা,
চলৎ-শক্তি দৃষ্টি হারা,
(রইলো) বুড়ী মা, বুড়ো বাবা !
অদৃষ্ট বাহবা !"

এক আধ পাগলা ভিখারী এই গান গেয়ে ভিক্ষা করতো। বঙ্গমাতা ও ভারত মাতার এক কৃতী সন্তান অকস্মাৎ চলে গেলেন এই ভাবে—

টোকিও হইতে অকস্মাৎ এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জ্জীর মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় ভারতবাসী বিশেষ করিয়া বাঙালী যে মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। সরকারী কার্য উপলক্ষে তিনি জাপানে গিয়াছিলেন। জাপানের রাজধানীতে অনুষ্ঠিত এক ভোজসভায় আহার করিবার সময় একখণ্ড মাংস তাঁহার শ্বাসনালীতে হঠাৎ ঢুকিয়া যায় এবং তিনি শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হন। এমন আকস্মিকভাবে এই শোচনীয় মৃত্যুর কথা যেন এখনো বিশ্বাস করা কঠিন। এয়ার মার্শাল মুখার্জ্জী নিজ যোগ্যতা এবং কর্ম্মক্ষমতার গুণে ভারতীয় বিমান বহরের সর্ব্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হইয়া বাঙালীর মুখ বিশেষ-ভাবেই উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখে এখনো বহু গৌরব অর্জ্জনের সুযোগ এবং দেশকে সেবা করার পথ উন্মুক্ত ছিল; কিন্তু মৃত্যু নিতান্তই অকালে ও অল্প বয়সে তাঁহার গৌরবময় জীবনের পর ছেদচিহ্ন টানিয়া দিয়াছে।

তাঁহার শবদেহ টোকিও হইতে দিল্লীতে লইয়া গিয়া সামরিক সম্মান সহকারে সৎকার করিবার জন্য লইয়া যাইবার সময় দমদম বিমান ঘাটিতে তাঁহার আশি বৎসরের বৃদ্ধা মাতাকে পুত্রের শবদেহ দেখাইবার সময় উপস্থিত কেহই অশ্রু সংবরণ করিতে পারে নাই। ৮৮ বৎসরের পিতা বিমান ঘাটিতে আসিতে পারেন নাই। পরদিন সসম্মানে সামরিক প্রথায় যাহা হইয়াছে আমরা অন্য সংবাদ-পত্র হইতে তাহার বিবরণ দিতেছি—

পূর্ণ সামরিক মর্য্যাদায় এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জ্জীর শেষকৃত্য

—:০:—

নয়াদিল্লী, ১১ই নভেম্বর—ভারতীয় বিমান বাহিনীর সেনাপতিমণ্ডলীর অধ্যক্ষ পরলোকগত এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জ্জীর নশ্বর দেহ আজ এখানকার নিগমবোধ ঘাটে দাহ করা হয়। পরলোকগত এয়ার মার্শালের বিংশ বর্ষীয় পুত্র শ্রীমান্ সঞ্জীব চিতায় অগ্নি-সংযোগ করেন। প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু সহ বিরাট জনতা উহা দর্শন করেন। ৪৮ জনকে লইয়া গঠিত একটি সৈনিক দল তিন দফা বন্দুক চালনা করেন, ১৫ বার তোপধ্বনি করা হয়। সামরিক কায়দায় শেষ বিদায় বাদ্য বাজান হয় এবং ৪৯ খানি বিমানের অভিবাদন জানান হয়।

আজ সকালে পরলোকগত এয়ার মার্শালের নশ্বর দেহ বিমান ভবনের বারান্দায় দেখিবার জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়। সর্ব্বশ্রেণীর লোক দলে দলে তাঁহার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করে। বিমান ভবনে প্রার্থনার ব্যবস্থা করা হয়। প্রার্থনাকার্য্য পরিচালনা করেন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি মিঃ এস আর দাশ। প্রার্থনায় যোগদান করেন রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ, প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু, স্বরাষ্ট্র সচিব পণ্ডিত গোবিন্দ-বল্লভ পন্থ। গীতার শ্লোক আবৃত্তি করা হয় ও রবীন্দ্রনাথের ভক্তিমূলক গান গাওয়া হয়। জাতীয় পতাকা দিয়া আচ্ছাদিত পরলোকগত এয়ার মার্শালের শবটি শ্বেত মৃণালে ঢাকা ছিল। তাঁহার ক্যাপ, উইং ও মেডেল শবের উপর রক্ষিত ছিল।

সকাল পৌণে ৯টায় কামানবাহী গাড়ীতে করিয়া বিমান ভবন হইতে শবাধারটির যাত্রা সুরু হয়। ধীরে ধীরে উহা লালকেল্লার পিছনে রাজঘাট ও যমুনা রেল সেতুর মধ্যে বেলা রোডে এসেম্বলী পয়েন্টে উপনীত হয়। এখানে স্থল, জল ও বিমান বাহিনীর ১ শত সৈনিকের একটি দল মিছিলের পুরোভাগে যোগদান করে। বিমানবাহিনীর দলটি রাষ্ট্রপতির পতাকা বহন করে। পতাকার শীর্ষে কাল ফিতায় গিঁট বাঁধা ছিল। উহার পশ্চাতে ছিল ৪৮ জন সৈনিকের বন্দুকধারী দল, বিমান-বাহিনীর ব্যাণ্ড ও ৮ জন বিউগিলবাদক। গাড়ীর দুই পাশে শবাচ্ছাদন বস্ত্র ধরিয়া ছিলেন জেনারেল থিমায়া, ভাইস এডমিরাল আর ডি কাটারী, ভাইস মার্শাল এ এম ইঞ্জিনীয়ার, এয়ার ভাইস মার্শাল পি সি লাল, এয়ার ভাইস মার্শাল রাজারাম, এয়ার ভাইস মার্শাল কে এল সোন্ধী, এয়ার ভাইস মার্শাল হরজিন্দার সিং, এয়ার ভাইস মার্শাল ই ডব্লিউ পিন্টু ও এয়ার ভাইস মার্শাল নিরঞ্জন দত্ত। পরিবারের লোকজন গাড়ীটীর পিছনে চলেন। বেলা রোড হইতে নিগমবোধ ঘাট পর্য্যন্ত সমস্ত রাস্তায় প্রতিরক্ষা বাহিনীর লোকদের মিছিল চলে। তাহারা সামরিক কায়দায় শোকাভিবাদন জানায়। ব্যাণ্ডে শোকযাত্রার সুর বাজান হয়।

পনের বার তোপধ্বনি দ্বারা নিগমবোধ ঘাটের দরজায় শবাধারবাহী গাড়ীর উপস্থিতি ঘোষণা করা হয়। অতঃপর শ্মশান ক্ষেত্রে শবটিকে এক সুসজ্জিত বেদীতে রাখা হয়। উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক অফিসারগণ যখন শবের উপর মাল্য অর্পণ করিতেছিলেন তখন পুত্রের কাঁধে ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন পরলোকগত এয়ার মার্শালের স্ত্রী শ্রীমতী সারদা মুখার্জ্জী এক শোকমূর্ত্তির মত। রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী, বৈদেশিক মিশন প্রতিরক্ষা বাহিনীত্রয়ের পক্ষ হইতেও মাল্য অর্পণ করা হয়। চিতায় তুলিবার পূর্ব্বে শেষ মাল্য অর্পণ করেন এয়ার মার্শালের পুত্র সঞ্জীব। চিতা জ্বালিবার পর পরলোকগত এয়ার মার্শালের বয়স জ্ঞাপক ৪৯ খানি বিমান উড়িতে উড়িতে অভিবাদন জানাইয়া যায়। বিউগিল বাদকগণ শেষ বিদায় বাজায়।

ভারতীয় নৌবাহিনীতে আর্টিফাইজার অ্যাপ্রেন্টিজ নিয়োগ

আগামী ২১শে নভেম্বর ১৯৬০ বহরমপুর সারকিট হাউসে সকাল ৮টা হইতে আর্টিফাইজার অ্যাপ্রেন্টিস পদের জন্য প্রার্থী নিয়োগ করা হইবে। সাধারণভাবে প্রার্থীগণের যোগ্যতা শিক্ষা ম্যাট্রিকমান; বয়স ৬ই আগষ্ট ১৯৪৩ হইতে ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬ তারিখের মধ্যে জন্মতারিখ হওয়া চাই। বিস্তারিত বিবরণ জেলা প্রচার অফিস, বহরমপুরে পাওয়া যাইবে। (জেলা প্রচার অফিস)

পঙ্গপাল দমনে জনসাধারণের কর্ত্তব্য

পঙ্গপালের আক্রমণে আক্রান্ত অঞ্চলের হাহাকার বহু দূরদূরান্তের মানুষকে চমকিত শঙ্কিত ক'রে তোলে—তাই দলমতনির্ব্বিশেষে মিলিতভাবে এদের দুর্ব্বার গতিকে প্রতিহত করবার জন্য অগ্রসর হ'তে হ'বে। খবর পাওয়া গেছে যে ছয় মাইলব্যাপী এক পঙ্গপালের ঝাঁক পশ্চিম বঙ্গের দিকে দ্রুত অগ্রসর হ'চ্ছে, সেজন্য আমাদের সর্ব্বদা সজাগ থাকতে হ'বে এবং প্রতিকারের নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করতে হ'বে।

(১) পঙ্গপাল ধ্বংসের কাজে সর্ব্বপ্রথম করণীয় হ'চ্ছে সরকারের সঙ্গে জনগণের পরিপূর্ণ সহযোগিতা। তাই নিকটস্থ সরকারী কৃষি কর্ম্মচারী, থানা অফিসার, ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসার বা সার্কেল অফিসারকে সঙ্গে সঙ্গে খবর দিতে হ'বে।

(২) (ক) ঝাঁকবাঁধা পঙ্গপাল উড়ন্ত অবস্থায় দেখা গেলে—বাঁশের আঁকশি দিয়ে নিকটস্থ বড় গাছ নাড়া দিয়ে যা'তে তারা গাছে বস্‌তে না পারে অথবা বস্‌লে যা'তে উড়ে যায় তার ব্যবস্থা ক'রতে হ'বে। (খ) কানেস্তারা অথবা ঢেড়া পিটাবার ব্যবস্থা ক'রলেও অনেক সময় বেশ সুফল পাওয়া যায়। (গ) জমির চারিদিকে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা ক'রতে হবে।

(৩) পঙ্গপাল কোনও শস্যক্ষেত্রে আক্রমণ ক'রলে তাদের সেখানেই ধ্বংস করা উচিত, তাড়িয়ে দিলে এরা এক স্থানের শস্য ধ্বংস ক'রে অন্যত্র উড়ে যায় এবং এভাবে সমগ্র অঞ্চলকে শস্যহীন ক'রে ফেলে। (ক) প্রত্যুষে বা রাত্রে এরা জমিতে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়ে থাকে, সেই সময় এদের পিটিয়ে বা পুড়িয়ে মেরে ফেলা যেতে পারে, কোনও গাছের উপর আশ্রয় নিলে বিশ্রামকালে গাছ নাড়া দিয়ে মাটিতে ফেলে এদের ধ্বংস করা যেতে পারে। (খ) লম্ফনকারী কীটগুলোর (hoppers) চতুর্দিকে ১ ফুট চওড়া ও ১॥০ ফুট গভীর এক নালা কেটে ধ'রে ধীরে তাড়িয়ে সেই নালার মধ্যে পূঁতে ফেলতে হ'বে অথবা নিকটে কোন জলাশয় থাকলে সেখানে তাড়িয়ে নিয়ে জলের মধ্যে ফেলে কেরোসিন ঢেলে মেরে ফেলতে হ'বে। আড়াআড়িভাবে শস্যের উপর দিয়ে দড়ি টেনে নিলে এদেরকে একত্রভাবে নালার মধ্যে ফেলা যেতে পারে। (গ) গ্যামাক্সিন (B, H.C. 10%) বিঘা প্রতি ২ থেকে ২॥০ সের হিসাবে এদের গায়ে ছড়াতে হ'বে। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কীটনাশক রাসায়নিক দ্রব্য নিকটস্থ কৃষি সহকারী, গ্রামসেবক এবং থানার কৃষি পরিদর্শক বা ব্লক ডেভলপমেণ্ট অফিসারের নিকট পাওয়া যাবে।

অতএব, পঙ্গপালের বিপদকে প্রতিহত ক'রতে চাই সকলের সক্রিয় সহযোগিতা এবং সম্মিলিত অভিযান। তাই জনসাধারণের কাছে বিশেষ করে কৃষকগণের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ—তাঁরা যেন অবিলম্বে এই জাতীয় বিপদ সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে সকলে একযোগে সব রকম ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকেন। পঙ্গপালের উপস্থিতি কোন রকমে প্রকাশ পেলে সকলে মুহূর্ত্তের মধ্যে সর্ব্বশক্তি দিয়ে তাদের ধ্বংস ক'রে নিজেদের ও দেশের শস্য রক্ষা ক'রবেন। আরও এক কথা এ বিষয়ে যেন প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেণ্ট ও অঞ্চল প্রধান তাঁদের নিজ নিজ এলাকা সম্পর্কে সর্ব্বদা হুঁসিয়ার থেকে পঙ্গপালের আভাস পাওয়া মাত্র স্থানীয় বিভিন্ন অফিসে এবং মহকুমা ও জেলা শাসকের নিকট দ্রুত সংবাদ দেন—যা'তে সম্মিলিত সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় পঙ্গপালের আক্রমণ থেকে সফলভাবে দেশের শস্যসম্পদ রক্ষা করা যায়।

শ্রী সি, এন, পেন, এণ্টনি, জেলা শাসক, মুর্শিদাবাদ।
শ্রীনিরঞ্জন সেন, কৃষি অধীক্ষ, মুর্শিদাবাদ।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা উৎসবে ৭ই নভেম্বর হইতে সপ্তাহকাল ব্যাপী রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্কে চিত্র প্রদর্শনী, গুমানী দেওয়ান ও লম্বোদর চক্রবর্ত্তী মহাশয়দ্বয়ের কবিগান, সরকারী প্রচার বিভাগের চলচ্চিত্র প্রদর্শন, আদিবাসী সম্প্রদায়ের নৃত্য, রঘুনাথগঞ্জ-যুবক-সংঘ ব্যায়ামাগারের সভ্যগণের ব্যায়াম ও দেহসৌষ্ঠব প্রদর্শনী, জলসা, যাত্রাগান, স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং কীর্ত্তন গান অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

চাপরাশী কমান

ভারতের প্রধান মন্ত্রী সম্প্রতি এক ভাষণে বলিয়াছেন—"এত চাপরাশী থাকা আদৌ উচিত নয়।"

খাসা কথা একথা শ্রীনেহরু প্রথম বলিলেন না—কয়েক বৎসর আগেও এই কথা বলিয়াছেন কিন্তু দিল্লীর দরবারে চাপরাশী একটিও কমান নাই। চাপরাশী কমাবার আইনটা কে করিবে নেহরুর বক্তৃতা শুনিতে সমবেত ব্যক্তিগণ না কংগ্রেস সরকার? 'বীরভূম বাণী'

পরলোকগমন

গত ২৬শে কার্ত্তিক শনিবার পশ্চিম বাংলা সরকারের মৎস্য ও বন বিভাগের মন্ত্রী হেমচন্দ্র নস্কর মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর জন্য ২৮শে কার্ত্তিক সোমবার সরকারী অফিস আদালত এবং বিদ্যালয় সমূহ বন্ধ হইয়া যায়। তিনি নিরভিমানী, সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের শোকে সমবেদনা জানাইতেছি।

রাষ্ট্রভাষা শেষ পরীক্ষার ফল

গত ১৭ই ও ১৮ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রভাষার বিভিন্ন পরীক্ষায় রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র হইতে নিম্নলিখিত ছাত্র ছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছেন :—

প্রারম্ভিক—

দ্বিতীয় বিভাগ—বিজনকুমার দত্ত, অখিলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, নুরুল ইসলাম।

তৃতীয় বিভাগ—বিশ্বনাথ সরকার, রবিচাঁদ দত্ত জয়শঙ্কর বড়াল, তরুণকুমার আচার্য্য, পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রপ্রসাদ লালা, রবিরতন দাস, বিবেক চৌধুরী, কুড়ানচন্দ্র দাস, আবদুল শুকুর বিশ্বাস, আনেসুর রহমান, পদ্মরাণী মুখোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শঙ্করপদ দাস, মহম্মদ বাকিবুদ্দিন, শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়।

প্রবেশ :— তৃতীয় বিভাগ—মোজাম্মেল হক, বিজয়কুমার দত্ত।

দ্রষ্টব্য :— 'পরিচয়' পরীক্ষার ফল এখনও প্রকাশিত হয় নাই। রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রতি রবিবার বেলা ১টা হইতে রাষ্ট্রভাষার বিভিন্ন শ্রেণীতে ছাত্র পড়ান হয়। বর্ত্তমানে বিভিন্ন শ্রেণীতে ছাত্র ভর্ত্তি চলিতেছে। এখানেই 'পরিচয়' ও 'কোবিদ' অধ্যয়ন ও পরীক্ষাদানের সুযোগ আছে। ভর্ত্তি হইবার জন্য রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করুন।

গাঁজার গাছ

রঘুনাথগঞ্জের আবগারী বিভাগের সবইন্সপেক্টর অজগরপাড়া ও মিরের গ্রামে দুইটী গাঁজার গাছ ধরিয়াছেন। একটী ৪৷৷০ ফুট ও একটী ৬ ফুট লম্বা।

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ,
কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

বিজ্ঞাপন-বৈচিত্র্য

জবাকুসুম তৈলের গুণ অতুলনীয়

উল্লিখিত বাক্যের যে কোন অক্ষর কেহ মনে করিলে, তাঁহার মনোনীত অক্ষর নিম্নলিখিত কবিতার সাহায্যে বলিয়া দেওয়া যায়। মনে করুন কেহ (লে) মনে করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি নিম্নলিখিত পদ্যটী পড়িয়া বলুন কোন্ কোন্ ষ্ট্যাঞ্জায় আপনার অক্ষরটী আছে। তিনি পাঠ করিয়া অবশ্য বলিবেন (২) ও (৫) ষ্ট্যাঞ্জায় আছে। কারণ (লে) আর কোন ষ্ট্যাঞ্জায় নাই। আপনি ২ ও ৫ যোগ করুন, যোগফল হইল ৭। তাঁহার মনোনীত অক্ষর ঠিক ৭ম স্থানে আছে। এইরূপে সব অক্ষর বলা যায়।

(১)

আয়ুর্ব্বেদ-জলধিরে করিয়া মন্থন,
সুক্ষণে তুলিল এই মহামুল্য ধন।
বৈদ্যকুল-ধুরন্ধর স্বীয় প্রতিভায়;
এর সমতুল্য তেল কি আছে ধরায়?

(২)

এই তৈলে হয় সর্ব্ব শিরোরোগ নাশ,
অতুল্য ইহার গুণ হয়েছে প্রকাশ।
দীনের কুটির আর ধনীর আবাসে,
ব্যবহৃত হয় নিত্য রোগে ও বিলাসে।

(৩)

চুল উঠা টাকপড়া মাথা ঘোরা রোগে,
নিত্য নিত্য কেন লোক এই দেশে ভোগে!
সুগন্ধে ও গুণে বিমোহিত হয় প্রাণ,
সোহাগিনী প্রসাধনে এই তেল চান।

(৪)

কমনীয় কেশ গুচ্ছ এই তেল দিয়া,
কৃষ্ণবর্ণ হয় কত দেখ বিনাইয়া,
তুষিতে প্রেয়সী-চিত্ত যদি ইচ্ছা চিতে,
অনুরোধ করি মোরা এই তৈল দিতে।

(৫)

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ চৌত্রিশ নম্বর—
বিখ্যাত ঔষধালয় লোক হিতকর
অবনীর সব রোগ হরণ কারণ,
ঔষধের ফলে তুষ্ট হয় রোগিগণ।

রচনা—শ্রীশরৎ পণ্ডিত (দা'ঠাকুর)

গোস্বামী মতে পরাহে

পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা উৎসব উপলক্ষে গত ১৩ই নভেম্বর রবিবার বেলা ১০ ঘটিকায় বহরমপুর মোহন সিনেমা হলে স্বরাষ্ট্র (প্রচার) বিভাগের লোকরঞ্জন শাখা কর্ত্তৃক "মহুয়া" নৃত্য-নাট্য অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

উক্ত অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ-পত্র জেলা প্রচার অফিস হইতে পাঠান হইয়াছে এবং উহা ১২ই নভেম্বর শনিবার বেলা ২-১৫ মিনিটের বহরমপুর পোষ্ট অফিসের মোহরছাপ লইয়া ১৫ই নভেম্বর মঙ্গলবার বেলা ১১-৩০ ঘটিকায় আমাদের হস্তগত হইয়াছে। পত্র প্রেরণে এইরূপ গাফিলতীর পুনরভিনয় যাহাতে না হয় তৎপ্রতি জেলা প্রচার অধিকর্ত্তা শ্রীগোস্বামী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ভেজাল দুগ্ধ বিক্রয়ে দণ্ড

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর স্বাস্থ্য-পরিদর্শক মহাশয়ের অভিযোগক্রমে জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালতের বিচারক মহোদয়, ভেজাল দুগ্ধ বিক্রয়ের অপরাধে নিস্তা নিবাসী শ্রীবিশু ঘোষকে ৩০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

বেআইনী গাঁজা ধৃত

গত ৩০শে অক্টোবর রবিবার আইলেরউপর গ্রামের সামসের সেখ ওরফে মিনু সেখ ১৫ তোলা গাঁজা ও ১ তোলা আফিম সহ পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে।

প্রাথমিক ফাইন্যাল পরীক্ষা

মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাথমিক ও জুনিয়র বেসিক স্কুল সমূহের ফাইন্যাল পরীক্ষা নিম্নোক্ত তারিখ ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

১৪ই ডিসেম্বর—

বেলা ১০॥০টা হইতে ১টা বাংলা সাহিত্য

বেলা ২টা হইতে ৩॥০টা ভূগোল ও স্বাস্থ্য

১৫ই ডিসেম্বর—

বেলা ১০॥০ হইতে ১টা গণিত

বেলা ২টা হইতে ৩॥০ ইতিহাস

নেতাজী-দুহিতা অনীতার ভারতে আগমন

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কন্যা শ্রীমতী অনীতা এই বছরের শেষদিকে ভারতে আসিতেছেন বলিয়া এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। অনীতা এই প্রথম তাঁহার পিতৃভূমি ভারতে আসিলে সর্ব্বত্রই বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গ কলিকাতায় যে সাদর অভ্যর্থনা পাইবেন তাহা অনুমান করিয়া আমরা এখনই বলিতেছি 'সুস্বাগতম্ অনীতা'। প্রকাশ, আগামী ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে (সম্ভবত ২১শে হইতে ২৩শে ডিসেম্বরের মধ্যে) অনীতা ভিয়েনা হইতে দিল্লীতে আসিবেন। সেখানে দিন তিনেক প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরুর গৃহে অবস্থানের পর অনীতা কলিকাতায় আসিবেন এবং কলিকাতা হইতে কটকে যাইবেন সুভাষচন্দ্রের জন্মস্থান দেখার জন্য। তিনি অনুমান তিন মাসকাল ভারতে থাকিবেন বলিয়া আশা করা যায়। বিশেষ করিয়া সুভাষচন্দ্রের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলি দেখার জন্যই অনীতা ভারতে আসিতেছেন। আগামী ২৩শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্রের জন্মোৎসবের সময় অনীতা কলিকাতায় থাকিবেন বলিয়া আশা করা যায়। পারিবারিক আমন্ত্রণে অনীতা এদেশে আসিলেও ভারত সরকার এবং বিশেষ করিয়া প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু ঐ ব্যাপারে উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীনেহরু বসু-পরিবারের নিকট লিখিত এক পত্রে নাকি জানাইয়াছেন যে, দিল্লীতে অনীতা তাঁহার গৃহেই আতিথ্য লাভ করিবেন।

ভেজালে ভেজাল

ভেজাল নিবারক আইন অনুসারে কলিকাতার আদালত কয়েকটি স্থলে অপরাধীদের কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সব অপরাধীদের জন্য যাহাতে কঠোর দণ্ডের বিধান হয় প্রয়োজনীয় আইন ও পুলিসী ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয় এজন্য জনসাধারণ দাবী জানাইয়াছেন। সংবাদপত্রেও ইহা নিয়া আন্দোলন কম হয় নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, খাদ্য ও অন্যান্য ভোগ্যবস্তুর ভেজালদাতাদের জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন করা আজো দেশে সম্ভব হয় নাই। বারো বৎসরের আত্মকর্ত্তৃত্বের সুযোগেও এই সমাজবিরোধী দুষ্কৃতদের দমন করা যায় নাই। ইহা নিশ্চয়ই সরকার ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের পক্ষে এক কলঙ্কের কথা।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা জানানো হইতেছে যে আমি অরঙ্গাবাদ কো-অপারেটিভ উইভার্স সোসাইটী লিঃ এর ১।৭।৫৯ তাং হইতে ৩০।৬।৬০ তাং পর্য্যন্ত "বার্ষিক হিসাব" পরীক্ষা (Statutory audit) করিতেছি। সকল অংশীদার, পাওনাদার ও দেনদারগণকে অনুরোধ করা হইতেছে, তাঁহারা যেন ৩০।৬।৬০ তারিখ পর্য্যন্ত সমিতির নিকট নিজ নিজ দেনা-পাওনার এবং অংশের হিসাব মিলাইয়া দেখেন এবং কোনরূপ অসঙ্গতি লক্ষ্য করিলে তাঁহারা নিম্নস্বাক্ষরকারীর সহিত ব্যক্তিগত ভাবে আগামী ২৪।১১।৬০ তারিখের মধ্যে সমিতির অফিসে উপস্থিত হইয়া ঐরূপ অসঙ্গতির কথা জানাইবেন। অন্যথায় সমিতির প্রদর্শিত হিসাবই নির্ভুল বলিয়া গণ্য হইবে।

পৃথকভাবে হিসাবের নির্ভুলতা নির্ধারক পত্র (Verification slip) দেওয়া হইবে না। ১৬।১১।৬০

শ্রীরামগতি মুখোপাধ্যায়
অডিটর, কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ, জঙ্গিপুর।

বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা

করাচীর সংবাদে প্রকাশ, প্রাক্তন খাকসার নেতা আল্লামা মাস্‌রিকী ৮০ বৎসর বয়সে এক ২০ বৎসরের তরুণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। আল্লামার আরো কয়েকটি স্ত্রী ও অজস্র সন্তান-সন্ততি নাকি বর্ত্তমান। রাজনীতির পর বিবাহ-ক্ষেত্রেও আল্লামা নূতন কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন।

স্থপতির কারাদণ্ড

রোমের সংবাদে প্রকাশ, ত্রুটিযুক্ত গৃহনির্ম্মাণের জন্য সিপিওন ডেল্ কারমিন নামক এক স্থপতি ১৮ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। তাহার সহযোগী প্ল্যানার এবং পরামর্শদাতা ইঞ্জিনিয়ারের দণ্ডের পরিমাণও পনের বৎসর। এ ধরণের দণ্ড আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত হইলে নিশ্চয়ই কারাগারে স্থান সঙ্কুলান হইবে না।

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪৩৯

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে

আমেরিকায় আবিষ্কৃত
ইলেকট্রিক সলিউসন
— দ্বারা —
মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৷৷০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিণ্ট ও এনলার্জ করা, সিনেমা স্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।